যুগান্তর

তারিখ ০1 MAY 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত

শিক্ষক সংকটসহ ১৯ সমস্যা তুলে ধরলেন কলেজ অধ্যক্ষরা

যুগান্তর রিপোর্ট

শিক্ষক সংকট, ছাত্র রাজনীতির নেতিবাচক প্রভাবসহ ১৯ ধরনের সমস্যায় রয়েছে দেশের সরকারি কলেজগুলো। এসব সমস্যা দূর করা না হলে শিক্ষার মানোন্নয়ন হবে না। বরং কলেজ থেকে যেসব শিক্ষার্থী পাস করে বের হবেন তাদের বেশিরভাগই হবেন সার্টিফিকেটসর্বস্ব। শনিবার রাজধানীতে অনুষ্ঠিত সরকারি কলেজ অধ্যক্ষদের প্রথম এ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রীর উপস্থিতিতে অধ্যক্ষরা সমস্যা তুলে ধরার পাশাপাশি এমন আশংকার কথা বলেন। দিনব্যাপী এ সম্মেলন সকালে উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। বিকালে মন্ত্রীর সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে শেষ হয় সম্মেলন।

শিক্ষামন্ত্রী অধ্যক্ষদের উদ্দেশে বিভিন্ন নির্দেশনা দিয়ে বলেন, 'বিভিন্ন সমস্যার কথা আমরা অবহিত হলাম। এগুলো সমাধানের চেষ্টা করা হবে। পাশাপাশি আপনাদের কাছে আমার প্রধান বার্তা হচ্ছে— আমরা একটি কার্যকর ও ফলপ্রসূ উচ্চশিক্ষা চাই।'

অনুষ্ঠানে সকালে এবং বিকালে দুটি মুক্ত আলোচনা পর্ব ছিল। এতে অধ্যক্ষরা নিজেদের মতামত উপস্থাপনের সুযোগ পান। এ সময় অধ্যক্ষরা বলেন, শিক্ষক সংকটের কারণে কলেজগুলোর শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। এমন বিষয় রয়েছে যেখানে একজনও শিক্ষক নেই। আবার কোনো কলেজেই আইসিটি শিক্ষক নেই। বাংলা এবং ইংরেজিসহ অন্য বিষয়ের শিক্ষকরা আইসিটি পড়ান। স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম চালাতে হলে শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। এ সময় অধ্যক্ষরা কলেজগুলোতে ছাত্র রাজনীতির কারণে সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন। বরিশালের একটি কলেজের অধ্যক্ষ বলেন, 'আমার কলেজে এমন ব্যক্তিরা ছাত্রনেতা যারা আমার কলেজের ছাত্র নন। অছাত্রদের কারণে কলেজ পরিচালনা করতে জটিলতায় পড়তে হয়। এমনকি স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম চালানো সম্ভব হচ্ছে না।'

অধ্যক্ষদের উত্থাপিত সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে— প্রয়োজনীয় শিক্ষকের পদ না থাকা, শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় ও মানসম্মত প্রশিক্ষণের অভাব, ক্লাসরুমসহ অবকাঠামো সংকট, হোস্টেল সংকট, পরীক্ষার হল না থাকা, কলেজে প্রাইভেট থেকে খণ্ডকালীন কর্মচারীদের বেতন-ভাতা সংস্থান ও এটা করতে গিয়ে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের ওপর চাপ সৃষ্টি। অনেক কলেজে গাড়ি নেই। ফলে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও খাতাসহ গোপনীয় মালামাল পরিবহনে ঝামেলায় পড়তে হয়। বিভিন্ন সময় পরীক্ষার কারণে কলেজগুলোতে ক্লাস এবং পরীক্ষা কোনোটিই ঠিকমতো হয় না। এ কারণে সব পরীক্ষা বছরে একটি নির্ধারিত সময়ে নিলে ভালো হয়। এটা করা না গেলে সেমিস্টার পদ্ধতি চালু করা। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রাশ প্রোগ্রামের কারণে কলেজে লেখাপড়া উঠে গেছে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠানে সকালে উদ্বোধনী পর্বে সভাপতিত্ব করেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন। অন্যদের মধ্যে এ পর্বে শিক্ষা সচিব সোহরাব হোসাইন বক্তব্য দেন। এ ছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব ড. মোল্লা জালালউদ্দিন, পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন) অধ্যাপক ওয়াহিদুজ্জামান, অধ্যাপক রামচন্দ্র রায়, অধ্যাপক রঞ্জন কুমার নন্দী, অধ্যাপক হাবিবুর রহমান, অধ্যাপক মোয়াজ্জেম হোসেন মোল্লাসহ দুই পর্বে বেশ কয়েকজন অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ বক্তৃতা করেন। সম্মেলনে সারা দেশের ৩২৯টি প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ অংশগ্রহণ করেন।